বাগদাদ থেকে দামেশক-(পর্ব-৪)
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''

১৯/৪/২০১০ সাল। দাউলাতুল ইরাক এর পক্ষ থেকে এক অডিও বার্তায়, দাউলাতুল ইরাক এর আমীর আবু ওমার আল-বাগদাদী'র নিহত হওয়ার কথা স্বীকার করা হয়।এবং আবু বকর আল-বাগদাদীকে নতুন আমীর হিসেবে ঘোষণা দেওয়া হয়।
.
আবু ওমার আল-বাগদাদীর শাহাদাতের পর, কায়দা ইন ইরাক বা দাউলাতুল ইরাক নেতৃত্বহীনতায় ভূগছিলো। নতুন আমির নির্ধারণের ব্যাপারে তারা একমত হতে পারছিলো না। কারো মতে, এসময় কায়দা ইন ইরাকের পক্ষ থেকে জাওয়াহিরীর নিকট পত্র পাঠানো হয়। পত্রে নতুন আমীর নির্ধারণ করে দেয়ার অনুরোধ করা হয়। এই মতটি আমার কাছে দূর্বল মনে হয়। একথার দলীল আমি পাইনি।
.
নতুন আমীর নির্ধারণের বিষয়টি ছিলো খুবই ঘোলাটে। দাউলাতুল ইরাকের শুরাপরিষদে দুই ব্যক্তির সবচেয়ে বেশি প্রাধান্য ছিলো। তাদের কথার উল্টো করার ক্ষমতা শুরাপরিষদের ছিল না। তারা দু'জন কোন সিদ্ধান্ত নিলে শুরা সদস্যের কেউ বিরোধিতা করতে সাহস করতো না।এদু'জন সাদ্দাম আমলে উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা ছিলেন। তারা সাদ্দামের প্রথম সারির সহযোগী ছিলেন। উপদেষ্টা ছিলেন।
.
তাদের একজনের নাম হুজ্জী বকর, দ্বিতীয় জনের নাম আবু আলী আল-আনবারী। হুজ্জী বকরের দাপট ছিলো সবচেয়ে বেশি। তিনি সাদ্দাম বাহিনীর আর্মী অফিসার ছিলেন। সাদ্দামের প্রধান দুই সহযোগীর একজন। বাথ পার্টির আদর্শের পুরোটাই তার মাঝে ছিলো। তিনি প্রতিপক্ষ সহ্য করতে পারতেন না। তিনি আন্ডারগ্রাউন্ডে থেকে দল পরিচালনা করতে বেশি পছন্দ করতেন।

.
দাউলাতুল ইরাক মূলত দু'টি প্রজন্মে বিভক্ত। প্রথম প্রজন্ম, এরা হলেন শাইখ জারকাবী,আবু হামজা,আবু ওমার। দ্বিতীয় প্রজন্ম শুরু হয়েছে আবু বকর আল-বাগদাদীকে দিয়ে। প্রথম প্রজন্মের সাথে কায়দা ও বিশ্ববরেণ্য উলামায়ে কেরামের সাথে ভালো সম্পর্ক ছিলো। দাউলাতুল ইরাক নিয়ে জাওয়াহিরী ও অন্যান্য উলামাদের যে, প্রশংসা বাক্য আছে, তা কিন্তু প্রথম প্রজন্মকে কেন্দ্র করে। যারা এই ময়দানে নতুন তারা এখানে ভুল করে। প্রথম প্রজন্মের জন্য প্রশংসা দ্বিতীয় প্রজন্মের উপর প্রয়োগ করে। এবং বলে, দাউলাকে তো একসময় তারা সমর্থন তরতো এখন করে না কেন ...ইত্যাদী।
.
আমরা এখন দাউলাতুল ইরাকের দ্বিতীয় প্রজন্ম নিয়ে আলোচনা করছি। এবং এটাই এ-প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয়।
.
দাউলাতুল ইরাকের দ্বিতীয় প্রজন্মে সবচেয়ে প্রভাবশালী ব্যক্তি হলেন হূজ্জী বকর। হুজ্জী বকরকে না বুঝলে দ্বিতীয় প্রজন্মকে বুঝা যাবে না। আমাদের জানতে হবে, কিভাবে সাদ্দামের ঘনিষ্ঠ সহযোগী হুজ্জী বকর দাউলার আস্থাভাজন হলেন..!
.
আবু ওমার আল-বাগদাদীর সময় হুজ্জী বকর দাউলায় যোগ দেয়। তার ছিলো উন্নত সামরিক প্রশিক্ষণ। দাউলার সৈন্যদের প্রশিক্ষণ দেয়ার মাধ্যমে তিনি পরিচিতি লাভ করেন। নিখুত দিকনির্দেশনা ও উন্নত যুদ্ধ কৌশলের কারণে তিনি আবু ওমার আলবাগদাদীর নৈকট্য লাভ করেন। একসময় বাগদাদী হুজ্জী বকরকে ছাড়া কোন সিদ্ধান্ত নিতে পারতেন না। ফলে হুজ্জী বকর হয়ে যায় আমীর বাগদাদীর পর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি।

.
১৯/৪/২০১০ সাল। হুজ্জী বকর, আবু ওমার, আবু হামজা, দাউলাতুল ইরাকের এই তিন প্রধান সহ অরো কয়েক জন গুরুত্বপূর্ণ মিটিংয়ে ছিলেন। আমেরিকা সেই বাড়িটিতে বিমান হামলা চালায়। হুজ্জী বকর ছাড়া বাকি সকলে নিহত হয়। বাগদাদী নিহত হওয়ার পর নতুন আমীর নির্বাচনে শুরা পরিষদে দ্বন্দ্ব দেখা দেয়। এভাবে কয়েক দিন কেটে যায়।
.
হুজ্জী বকর ঘোষণা দেন যে, আমি আবু বকর আল বাগদাদীকে আমীর হিসেবে বায়াত দিলাম। হুজ্জী বকরের এই আচরণে সকলে অবাক হয়। কারণ বাগদাদীর চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিরা রয়েছেন। আবু সাইদ ইরাকী রয়েছেন। যিনি বাগদাদীর উস্তাদ। তিনি হাতে কলমে বাগদাদীকে শিক্ষা দিয়েছেন। তিনি জাইশুল মুজাহিদীনের প্রধান ছিলেন।
.
=একটি কথা এখানে বলে রাখা উচিত। আবু সাইদ ইরাকী বাগদাদীকে বায়াত দেন নি। একারণে নিরাপত্তাহীনতায় ভূগতেন। জীবনের নিরাপত্তার ভয়ে তিনি দামেশক চলে যান। তখনও সিরিয়ায় যুদ্ধ শুরু হয় নি। ২০১১ সালে বাগদাদী শাইখ জাওলানীকে সিরিয়া পাঠায়। সিরিয়ায় যখন শাইখ জাওলানী নুসরাকে শক্তিশালী গ্রুপে পরিণত করেন, তখন বাগদাদী জাওলানীকে আবু সাইদ ইরাকীর উপর আত্মঘাঁতী হামলার নির্দেশ করেন। জাওলানী এই আদেশ প্রত্যাখ্যান করেন।
.
আবু সাইদ ইরাকীকে জাওলানী খুব ভালো করে চিনতেন। ২০০৬ সালে আবু সাইদ ইরাকী আমেরিকার হাতে বন্ধী হন। তখন জাওলানীও আমেরিকার হাতে বন্ধী হন। এই দুই শাইখ একসাথে জেলে বছর খানিক ছিলেন। জাওলানী খুব কাছ থেকে শাইখকে প্রত্যক্ষ করেন। জাওলানীর ভাষায়, আবু সাইদ ইরাকী হলেন এক জন আল্লাহ ভিরু, পরহেযগার, কোরান-হাদীসের জ্ঞানে তার সমকক্ষ ইরাকে খুব কমো-ই ছিলো। এ-কারণেই জাওলানী আবু সাইদ ইরাকীকে হত্যা করতে রাজী হন নি। তিনি এখনও জীবিত আছেন।
.
বাগদাদীর বায়াত ভাঙ্গার কারণে যারা জাওলানীকে মুর্তাদ,কাফের,ক্ষমতা লোভী বলে গালাগাল করেন, তারা বিষয়টি ভেবে দেখবেন। আজ যদি জাওলানী বাগদাদীর সাথে থাকতেন, তাহলে বর্তমানের চেয়ে জাওলানীর ক্ষমতা চারগুণ বেশি থাক তো।
-কিন্তু কেন তিনি বাগদাদীর বায়াত ভঙ্গ করলেন? দাউলাতুল ইরাক কেন "দাউলাতুল ইরাক ও শাম" ঘোষণা করতে গেলো? ইত্যাদী প্রশ্নের উত্তর আগামী পর্বে থাকবে ইনশা আল্লাহ।